যুগান্তর

তারিখ ... 25 JAN 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৪ ...

হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষিত

রামগঞ্জে ফরম পূরণের অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়া হচ্ছে না

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রামগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলো হাইকোর্টের নির্দেশের পরও কোনো শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি। এ নিয়ে কাঞ্চনপুরসহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র জানায়, উপজেলায় ৩৫টি উচ্চবিদ্যালয় ও ৩৪টি মাদ্রাসা ফরম পূরণ বাবদ বিধি বহির্ভূতভাবে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩২ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করে। হাইকোর্ট অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়ার আদেশ দিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এতে কোনো কর্ণপাত করছেন না। অভিভাবকরা অতিরিক্ত ফি ফেরত চাইতে গেলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা অভিভাবকদের নানা হুমকি, ভয়ভীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বের করে দিচ্ছে। কাঞ্চনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হারুন অর রশিদ ও বাবুল মিয়া বলেন, অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে বললে প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ এবং সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী বেগমকে দিয়ে লাঞ্ছিত করে। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, এসএসসি ফরম পূরণের সময় পরীক্ষার ফি, হল ফি, কোচিং ফি, মিলাদ-মাহফিল ও সেশন ফিসহ ৩৭শ' টাকা করে নেয়া হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বাবুল মিয়া, হারুন অর রশিদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী বেগমের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পরবর্তী মিটিংয়ে তা নিরসন হয়ে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মঞ্জুরুল হক ফারুক বলেন, অতিরিক্ত ফি নয়, প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বাবদ কিছু টাকা নেয়া হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. কামাল হোসেন বলেন, হাইকোর্টের আদেশ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়ন করতে আমি বলেছি। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান করছে কি না তা আমার জানা নেই।